সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক কমপিউটার জগৎ

জুলাই ১৯৯৫

জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার সুযোগ নিন
ভোটার তালিকা ডাটা বেসে এন্ট্রি করে মুদ্রণ করুন

নির্বাচন কমিশন ৪৩০০০ ইউনিয়ন পরিষদ ও শতাধিক মহানগর-শহরের ভোটার তালিকা, ভোটার পরিচিতি কার্ড মুদ্রণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছেন। এই কাজটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৃহত্তম ডাটা এন্ট্রি বা তথ্য গ্রন্থনার কাজ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি। এতে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারী খাত বিশ্বকে দেখাতে পারবেন যে, বড় ধরণের তথ্য গ্রন্থনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পাদন করার যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি। অনেক দ্বিধা ও সংশয় পেরিয়ে নির্বাচন কমিশন এ কাজে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা এই তথ্য গ্রন্থনাকে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরির সাথে সংযুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যে ৫ কোটি ভোটারের নাম, পরিচয়, ঠিকানা ওয়ার্ডওয়ারী এ ভোটার তালিকায় সন্নিবেশিত হবে, তারা আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ১৮ উর্ধ বয়সী সমগ্র জনসমষ্টি। এবার পেশাসহ নানা তথ্য দিয়ে এই ভোটার তালিকা তৈরির ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এ তথ্য রাজি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারে কাজে লাগানোর উপযোগী হবে। সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ নীচ থেকে যখন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, সেখানেও এই তথ্যরাজি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আসতে পারে। তা ছাড়া ভোটার তালিকা হিসাবে এ তথ্যরাজি কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হলে, পরবর্তী পর্যায়ে তা কেবল সংশোধন করেই পরবর্তী নির্বাচনসমূহের ভোটার তালিকা প্রণয়ন সহজ হবে।

এজন্য নির্বাচন কমিশনকে আমরা টেন্ডার প্রদানের সময় সামান্য টেকনিক্যাল শর্ত সংযুক্ত করার পরামর্শ দিতে চাই। ওয়ার্ড প্রসেসিং বা নিছক টাইপ করার প্রণালীতে এই ভোটার তালিকার হরফ গাঁথার বদলে ডাটাবেস প্রোগ্রামে ভোটার তালিকা গ্রন্থনা করা হলে তা থেকে চুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবারের ভোটার তালিকা মুদ্রণ করতে পারবেন। এই ডাটাবেস প্রোগ্রামে গ্রন্থনা করা ভোটার তালিকা কমপিউটার থেকে ডিস্কে করে নির্বাচন কমিশনে সরবরাহের শর্ত থাকলে, কমিশন তা দিয়ে ৫ কোটি ভোটারের তালিকা নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে পারেন। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থিত তথ্য একটা ভাণ্ডার হিসাবে থাকলে জরুরী সংশোধন ও পরিবর্তন হবে সহজ। এবং নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এ তথ্যভাণ্ডার পরিকল্পনা কমিশন, রিলিফ মিনিস্ট্রি, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান শেয়ার করতে পারবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান এ ডাটা শেয়ার করার সময় তাদের ঠিকানা ও যোগাযোগকারী ব্যক্তির পরিচয় রাখলে, এ তালিকার ভিত্তিতে ঐ সব প্রতিষ্ঠান নতুন যে তথ্য এতে সন্নিবেশন করবেন– সেটাও ডাটা বেসে রাখার ব্যবস্থা করা হলে আমরা কেবল দেশের সক্রিয় কমপিউটার ব্যবহারকারীদের হাতে হাতে বিপুল ডাটার ভাণ্ডার গড়ে ওঠার দৃশ্য অবলোকন করবো। এভাবে সংগৃহীত তথ্যরাজির সাথে ১৮ বছরের নীচের জনগোষ্ঠীর নমুনা বা পুর্ণাঙ্গ ডাটা যোগ করলে আমরা ন্যাশনাল ডাটা বেস পেয়ে যাবো। আমাদের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এ ব্যাপারে সমন্বয় রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন বলে আমরা মনে করছি। প্রধানমন্ত্রীর অফিস নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানালে কাজটি সহজ হয়ে যায়।

আধুনিক জীবনে প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক–সামাজিক রাজনৈতিক প্রয়োজনে বরাবর নানাভাবে ব্যবহারের জন্য জাতীয় ডাটাবেস গড়ে তোলার এ কাজটি ভোটার তালিকা মুদ্রণের খরচের মধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। এজন্য বাড়তি যদি কোন খরচ পড়ে, তা হবে খুবই সামান্য। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন, পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিশেষজ্ঞ নিয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় ডাটাবেস টাস্কফোর্স গঠন করলে টেকনিক্যাল বা প্রায়োগিক নেতৃত্ব দানের সমস্যা মিটে যাবে।

নির্বাচন কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ না করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মুদ্রণ ও তথ্যগ্রন্থনার সমগ্র উচ্চাভিলাষী কাজটিকে ইতিমধ্যে লক্ষ্যহীন ও সীমিত করে ফেলেছেন। সরকার ৩০০ কোটি টাকার বিপুল বরাদ্দ দান করা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন মূলকাজের দশ ভাগের এক ভাগে নিজ দায়িত্ব গুটিয়ে ফেলেছেন। আমরা মনে করি, ডাটাবেসে তথ্য গ্রন্থনা করে তা সংরক্ষণ করলে এই ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

ভোটার তালিকা মুদ্রণ কালে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর বদলে নির্দিষ্ট কোন প্রচলিত ডাটাবেস প্রোগ্রামে তা করা, সে তথ্যরাজি ডিস্কে করে নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ ও সংরক্ষণ এবং এ তথ্যরাজির বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে শেয়ার করার সময় পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা মনিটরিং-এর পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষ আগ্রহী হবেন, এ আশা দেশবাসীর আছে।

ডাটা বেস গড়ে তোলার একটা বিরাট সুযোগ যেন আমরা অবহেলায় নষ্ট না করি।

লেখক সম্পাদক : ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ

উপদেষ্টা
ডঃ আমিনুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সম্পাদনা সহযোগী
❑ মোঃ জিয়াউদ্দিন ❑ মাসুদুর রহমান
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ অহিদুল করিম ❑ জহির হোসেন
❑ লীনা ইনাম ❑ রেহানা আখতার
❑ এ মল্লিকা রাজ ❑ শম্পা মাহমুদ
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেনিন — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
মোঃ জাহিদুর রহমান — মালয়েশিয়া
এন,এম, জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ : মোমেনটাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স : ৮৬২১৯২
মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
নাসরিন আক্তার শিল্পী
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬; ফ্যাক্স : ৮৬২১৯২

দাম : প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংকড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।